দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 01 JUL 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ চিকিৎসক-কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের ৪১ জন বিভিন্ন পদের চিকিৎসক ও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল এদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ।

নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের কারণে গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় তাদের বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাদের মধ্যে ৩৫জন চিকিৎসক ও ৬জন কর্মচারী-কর্মকর্তা রয়েছেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবের ওপর নির্ভর করছে তাদের চাকরির ভবিষ্যত। স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে

পৃঃ ১৫ কঃ ১

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। জানা গেছে, সাময়িক চাকরিচ্যুতরা সকলেই বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পান। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জোট সরকারের শাসনামলে তৎকালীন ভিসির দায়িত্ব পালনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাতে ক্রয়, নিয়োগ-পদোন্নতিতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়। এতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ পদোন্নতি, ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপক তথ্য উদঘাটিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নজরুল কমিটির প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তৎকালীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. শাহআলমের নেতৃত্বে আরও একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এসব প্রতিবেদন ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তে একটি সাব কমিটি করা হয়। এর নেতৃত্ব দেন ডা. মতিউর রহমান এমপি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডা. প্রাণগোপাল দত্ত সাময়িক বরখাস্তের কথা স্বীকার করে বলেছেন, ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অনিয়ম,দুর্নীতি তদন্তে প্রথমে নজরুল কমিটি, পরে শাহআলম কমিটি ও সর্বশেষ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ পদোন্নতিতে গুরুতর অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

স্থায়ী কমিটির তদন্তে দেখা যায়, সাবেক আইপিজিএমএন্ডআর থেকে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানটিতে জনবল ছিল ১ হাজার ৩শ' ৩৬। যা ২০০১-এ এসে দাঁড়ায় ১ হাজার ৪শ' ৭৪। আর ২০০৬-এ রাতারাতি বেড়ে হয় ২ হাজার ৭শ' ৪ জন। অথচ একাডেমিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। মাত্র পাঁচ বছরে দলীয় বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ এলাকার লোক ও আত্মীয়-স্বজন নিয়োগ দিয়ে মাথাভারী প্রশাসনে পরিণত হয় দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারী, চক্ষু, ইউরোলজি, চর্ম ও যৌন, ইএনটি, নেফ্রোলজি, কার্ডিওলজি, অনকোলজি, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগসহ অধিকাংশ বিভাগে নিয়োগ নীতিমালার শর্ত পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনায় চিকিৎসকদের শিক্ষক হিসেবে চাকরি দেয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনার শর্তসমূহের একটিও পূরণ করে না এমন প্রার্থীকে নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে নির্বাচন কমিটির কেউই নোট অব ডিসেন্ট বা আপত্তি দেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরি করার পর সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদনের যোগ্য হবেন। একইভাবে ৫ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করলে অধ্যাপক পদের যোগ্য হবেন। এছাড়া প্রকাশনার ব্যাপারও রয়েছে। কিন্তু এরকম নিয়ম না মেনেই কর্তৃপক্ষের বাড়তি আনুকূল্যের কারণে অসংখ্য শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়েছেন।